সফটওয়্যারের কারুকাজ

উইন্ডোজকে টাচ-ফ্রেন্ডলি করা

যদি আপনার কমপিউটারটি টাচস্ক্রিন সুবিধা সংবলিত হয়, তাহলে ম্যানুয়ালি অ্যানাবল করতে পারবেন উইন্ডোজ ১০-এর টাচ-ফ্রেন্ডলি কন্টিনাম ইন্টারফেস, যাতে ট্যাবলেট মোডে উইন্ডোজ অপারেট করা যায়। সুতরাং এবার মনোনিবেশ করুন Start→Settings→System→ Tablet Mode-এ, যাতে ম্যানুয়ালি এর আচরণ পরিবর্তন করা যায়।

উইন্ডোজ ১০ ইনস্টল করার পর পুরনো ফাইল অপসারণ করা

উইন্ডোজের আগের ভার্সনে ফিরে যাওয়ার অভিপ্রায় যদি আপনার না থাকে, তাহলে মূল্যবান ডিস্ক স্পেস বাঁচাতে পারবেন পুরনো ওএস ফাইল থেকে অব্যাহতি পাওয়ার পর। সুতরাং মনোবিবেশ করুন Control Panel→System and Security→Administrative Tools→ Disk Cleanup-এ এবং লিস্টের 'Previous Windows installations' বক্স টোগাল করুন।

উইন্ডোজ ১০-এ ওয়াইফাই সেন্স ডিজ্যাবল করা

যদি আপনি ওয়াইফাই সেন্স ফিচারের সিকিউরিটির ব্যাপারে সন্দিহান হন, তাহলে তা ডিজ্যাবল করতে পারেন। ওয়াইফাই সেন্স ফিচারকে ডিজ্যাবল করার জন্য মনোনিবেশ করুন Start→Settings→Network & Internet→WiFi→Manage WiFi Settings-এ। এবার সব অপশন ডিজ্যাবল করুন এবং উইন্ডোজ ১০-কে ভুলে যেতে বলুন যেকোনো ওয়াইফাই নেটওয়ার্ককে, যা আপনি আগে সাইন করেছিলেন।

প্রাইভেসি সেটিং কাস্টোমাইজ করা

সাধারণ এবং অ্যাপ স্পেসিফিক প্রাইভেসি অপশনের তত্ত্বাবধানের জন্য মনোনিবেশ করুন Start→Settings→Privacy-এ। এখান থেকে আপনি আলাদাভাবে ডিফাইন করতে পারবেন কোনো অ্যাপস কানেক্টেড হার্ডওয়্যার, যেমন ক্যামেরা এবং মাইক্রোফোনে অ্যাক্সেস করতে পারবেন।

ব্যাটারি সেভার কাস্টোমাইজ করা

উইন্ডোজ ১০ ব্যাটারি সেভার ফিচার ব্যবহারকারীর সিস্টেম ব্যাটারির সর্বোচ্চ কার্যকারিতার জন্য অবৈধ ব্যাকগ্রাউন্ড কার্যকলাপ বন্ধ করে। আপনি তা এনাবল করতে পারবেন Start→Settings→System→Battery Saver-এর মাধ্যমে। এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনলাইনে আসে, যখন চার্জ ২০ শতাংশের নিচে কমে যায়।

আবুল কালাম আজাদ
লালবাগ, ঢাকা

নেটওয়ার্ক জুড়ে স্ট্রিম মিডিয়া

নেটওয়ার্ক জুড়ে স্ট্রিম মিডিয়ার জন্য Control Panel→Network and Internet→Network and Sharing Center-এ অ্যাক্সেস করে Change advance sharing setting-এ ক্লিক করুন। এরপর All Network সেকশনে গিয়ে Choose media streaming options লিঙ্কে ক্লিক করে মিডিয়া শেয়ারিং অপশন সক্রিয় করুন।

ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়ে পিসি আনলক করা

উইন্ডোজ ১০-এ সম্পৃক্ত করা হয়েছে নতুন বায়োমেট্রিক্স সিকিউরিটি ফিচারের স্যুট, যা Windows Hello হিসেবে পরিচিত। যদি আপনার কাছে প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার থাকে, তাহলে ফিঙ্গারপ্রিন্ট ডিটেকশন বা ফেস রিকগনিশন ব্যবহার করতে পারবেন লগইন করার জন্য। এবার বিভিন্ন অপশন পাওয়ার জন্য মনোনিবেশ করুন Start→Settings→ Accounts→Sign in অপশনে।

লোকাল অ্যাকাউন্ট তৈরি করা

যদি আপনি ওয়ানড্রাইভ (OneDrive) সিনক্রোনাইজড অ্যাকাউন্টের সুবিধা পেতে না চান, তাহলে একটি স্ট্যান্ডঅ্যালোন অফলাইন অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে পারবেন। সুতরাং মনোনিবেশ করুন Start→Settings→ Accounts-এ এবং Sign in with a local account instead লিঙ্কে ক্লিক করুন।

নোটিফিকেশন সুর পরিমিত করা

উইন্ডোজ ১০-এ নোটিফিকেশন হলো এক অস্বাভাবিক যন্ত্রণা। কেননা, এতে রয়েছে প্রচুর থিম এবং এগুলোর মধ্যে অনেকগুলোর তেমন কোনো দরকার নেই। এগুলো অফ করে দিন। এ জন্য Start→Settings→System→ Notifications and actions বন্ধ করে দিন উইন্ডোজ টিপস এবং স্পেসিফিক অ্যাপ নোটিফিকেশন।

শাহজাহান মিঞা
মিরপুর, ঢাকা

পিসিকে রাখুন স্পুনওয়্যার মুক্ত

স্পুনওয়্যার এমন এক ধরনের ম্যালওয়্যার, যেগুলো দেখা যায় না বা ইনভিজিবল। আপনি কমপিউটারে যে ধরনের কাজই করেন না কেন, স্পুনওয়্যার তাতে স্টোর হয়ে থাকতে পারে। পিসিতে বানানো সব ধরনের কি স্ট্রোকের মধ্যে স্পুনওয়্যার স্টোর হয়ে থাকতে পারে। এটি আপনার সব ধরনের লগইন তথ্য পেয়ে যেতে পারেন। শুধু কি তাই। খুবই ভয়ঙ্কর বিষয়টা হলো এটি আপনার টাইপ করা সব ইউআরএল, ক্রেডিট কার্ড নাম্বারও স্টোর করে রাখতে সক্ষম। এমনকি নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর এটি আপনার পিসির স্ক্রিনশটও নিতে পারে। এত সব তথ্য চুরি করে নিয়ে আপনারই ইন্টারনেট ব্যবহার করে স্পুনওয়্যার তার নির্দিষ্ট গন্তব্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেসব তথ্য পাঠিয়ে দেবে।

মূলত এই স্পুনওয়্যার ব্যবহার করা হয় প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের কার্যক্রমকে মনিটর করতে বা শিশুরা ইন্টারনেটে কি করছে তার ওপর নজর রাখতে। অনেক ক্ষেত্রে এটিকে কাজে লাগানো হয় স্পাইওয়্যার হিসেবে। খুব স্বাভাবিকভাবেই আপনি চাইবেন না আপনার অনুমতি ছাড়া এই সফটওয়্যারটি আপনার ওপর নজর রাখুক। আপনি ব্যক্তিগত এবং গুরুত্বপূর্ণ সব তথ্য প্রকাশ করতে না চাইলে আপনার পিসিতে এই সফটওয়্যারটির কার্যক্রম থামিয়ে দিতে চাইবেন। এখন অনেক অ্যান্টিস্পুনওয়্যার সফটওয়্যার আছে, যেগুলো দিয়ে আপনার সিস্টেমে স্পুনওয়্যার আছে কি না খুঁজে দেখতে পারেন এবং থাকলে সেগুলোকে ক্লিন করতে পারেন।

আপনার প্রথম কাজটি হচ্ছে একটি ভালো অ্যান্টিস্পুনওয়্যার প্রোগ্রাম ডাউনলোড করা। স্পাইবুট এমন একটি সফটওয়্যার, যেটি খুব ভালোভাবে ম্যালওয়্যার এবং স্পাইওয়্যার খুঁজে বের করে এবং সেগুলো ধ্বংস করে। সফটওয়্যার ইনস্টলের পর আপনার পিসিটি স্পাইওয়্যারের জন্য স্ক্যান করুন। স্পাইবুট বা অন্য যেকোনো ভালো অ্যান্টিস্পুনওয়্যার সফটওয়্যার দিয়েই ইনস্টল হওয়া স্পাইওয়্যার এবং কুকি ডিলিট করে দিন। তবে নিশ্চিত করে বলা যাবে না যে, একবার এসব ক্ষতিকর স্পাইওয়্যার বা কুকি ডিলিট করে দেয়ার পর এগুলো আর ফিরে আসবে না। আপনার সিস্টেমকে পরিষ্কার, নিরাপদ এবং আপ টু ডেট রাখার জন্য আপনি যা করতে পারেন, তা হচ্ছে অ্যান্টিভাইরাস স্ক্যানারের মতো করে প্রতিদিন নিয়ম করে আপডেট এবং স্ক্যান করা। এটি আপনাকে করতেই হবে। কারণ, প্রতিদিনই প্রচুরসংখ্যক নতুন নতুন স্পাইওয়্যার ডেভেলপ করা হচ্ছে। তাই আপডেট থাকা খুবই জরুরি। একই সাথে ফায়ারওয়াল চালু রাখতে হবে যেন কেউ দূর থেকে আপনার পিসির নিয়ন্ত্রণ নিতে না পারে।

আনোয়ার হোসেন
ডেমরা, ঢাকা

কারুকাজ বিভাগে লিখুন

কারুকাজ বিভাগের জন্য প্রোগ্রাম ও সফটওয়্যার টিপস বা টুকিটাকি লিখে পাঠান। লেখা এক কলামের মধ্যে হলে ভালো হয়। সফট কপিসহ প্রোগ্রামের সোর্স কোডের হার্ড কপি প্রতি মাসের ২০ তারিখের মধ্যে পাঠাতে হবে।

সেরা ৩টি প্রোগ্রাম/টিপসের লেখককে যথাক্রমে ১,০০০, ৮৫০ ও ৭০০ টাকা পুরস্কার দেয়া হয়। সেরা ৩ টিপ্স ছাড়াও মানসম্মত প্রোগ্রাম/টিপস ছাপা হলে তার জন্য প্রচলিত হারে সম্মানী দেয়া হয়। প্রোগ্রাম/টিপসের লেখকদের নাম কমপিউটার জগৎ-এর বিসিএস কমপিউটার সিটি অফিস থেকেও জানা যাবে। পুরস্কার কমপিউটার জগৎ-এর বিসিএস কমপিউটার সিটি অফিস থেকে সংগ্রহ করতে হবে। সংগ্রহের সময় অবশ্যই পরিচয়পত্র দেখাতে হবে এবং পুরস্কার চলতি মাসের ৩০ তারিখের মধ্যে সংগ্রহ করতে হবে।

এ সংখ্যায় প্রোগ্রাম/টিপসের জন্য প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হয়েছেন যথাক্রমে– আবুল কালাম আজাদ, শাহজাহান মিঞা ও আনোয়ার হোসেন।